ধর্ম্মশীলপুস্তকাবলী—১ম সংখ্যা।

[illegible]ভূমিতে কনকপদ্ম

বা

[illegible] রাজা রামমোহন রায়।

হরানন্দ গুপ্ত কর্ত্তৃক

অভিনীত

শ্রীমহীন্দ্র মোহন চন্দ্র কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

ময়মনসিংহ।

কলিকাতা,

[illegible] কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র

দত্তদ্বারা মুদ্রিত।

---

৬৪ ব্রাহ্মসংবৎ।

মূল্য এক আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

পূজ্যপাদ,

যৎকালে সংসারের শোকে তাপে মুহ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছিলাম, সেই সময়ে ভবদীয় স্নেহপূর্ণ উপদেশবাক্য আমার সমক্ষে এক অপূর্ব্ব শান্তিরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল, সেই পুণ্যরাজ্যের অতুল সুষমা অবলোকন করিয়া ভ্রাতৃশোকের নিদারুণ যন্ত্রণাও ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়াছিলাম। অদ্য সেই শুভ মুহূর্ত্তের সুখশান্তি স্মরণ করিয়া আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত এই ক্ষুদ্র উপহারসহ আপনার চরণতলে উপনীত হইতেছি; স্নেহনয়নে অবলোকন করিলে কৃতার্থ হইব।

১১ই মাঘ। ৬৩ ব্রাহ্ম সংবৎ,
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
ছোট ভাই।

ভূমিকা।

দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে ময়মনসিংহ সিটি কলেজিয়েট-স্কুল গৃহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ যে সভা হইয়াছিল, মদীয় জ্যেষ্ঠসহোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু হরানন্দ গুপ্ত মহাশয় এই প্রবন্ধটী সেই সভায় পাঠ করিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন ইদানীন্তন ভারতসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। ঈদৃশ ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে তদীয় উন্নত জীবন ও আদর্শচরিত্রের সম্যক্ আলোচনা অতিমাত্র অসম্ভব বলিতে হইবে। এই প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্ব ও উদারতা প্রদর্শনার্থ চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। লেখকের চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে বলিতে পারি না।

এই প্রবন্ধটী মুদ্রিত হইয়া অল্পমূল্যে বিক্রীত হইলে মহাত্মা রামমোহনের জীবনগত সদ্‌গুণাবলী সাধারণ্যে অধিক পরিমাণে আলোচিত হইয়া শুভফল প্রসব করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহের তদানীন্তন সিভিল সার্জ্জন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু মহাশয়ের উৎসাহ ও অর্থ সাহায্যে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই সামান্য প্রবন্ধদ্বারা যদি শ্রদ্ধেয় ডাঃ বসুর মহান্ উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণেও সফল হইতে পারে, তাহা হইলেই আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

প্রবন্ধটী নিতান্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া লেখক এবিষয়ে সমুচিত অনুসন্ধানের অবসর পান নাই। একমাত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায়প্রণীত "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত" অবলম্বনেই ইহা লিখিত হইয়াছে, এমন কি, স্থানে স্থানে সেই গ্রন্থের ভাষা অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এনিমিত্ত নগেন্দ্র বাবুর নিকটে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

উপসংহার কালে আমরা উদারচেতা ডাক্তার বসু মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহার সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে যে এই প্রবন্ধ সাধারণের গোচরীভূত হইতে পারিত না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এই পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থের তিন চতুর্থাংশদ্বারা "ধর্ম্মদাস ধনভাণ্ডার" নামে একটী পুস্তকপ্রচার ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে, এবং অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ কলিকাতা নগরীতে নব প্রতিষ্ঠিত "সাধকমণ্ডলী"র সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইবে।

১১ই মাঘ। ৬৩ ব্রাহ্ম সংবৎ।
ময়মনসিংহ। } শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

মরুভূমিতে কনকপদ্ম

বা

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

"He lived to glorify his Creator, to edify his neighbours and to mortify himself".

অতীত সাক্ষী ইতিহাসের প্রতি মনশ্চক্ষুঃ উন্মীলন পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে তাহার পত্রে পত্রে অনন্ত করুণাময়ের অনন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাণ অবাক্ হইয়া যায়,—হৃদয় বিস্ময়-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে,—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া দর্শনে চিন্তাশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে,—কল্পনা শক্তি নির্ব্বেদ সাগরে নিমগ্ন হয়,—মন অভূত পূর্ব্ব অদৃষ্টচর আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে ; মহিমময়ের অতুলনীয় মহত্ত্ব দর্শনে হৃদয় স্বতঃই তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ের দিকে ধাবিত হয়।

দৃঢ় মূল দুর্নীতি ও কুসংস্কারের আক্রমণে মানুষ যখন নিরাশ হইয়া পড়ে, যখন মানবের সমুদায় শক্তি পরাজয় স্বীকার করে,—যখন প্রাণপণ করিয়াও মানুষ কিছু করিতে পারে না তখন সামান্য এক গুচ্ছ তৃণ ভগবানের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহারই শক্তির প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হয়

চট্টোপাধ্যায়প্রণীত "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত" অবলম্বনেই ইহা লিখিত হইয়াছে, এমন কি, স্থানে স্থানে সেই গ্রন্থের ভাষা অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এনিমিত্ত নগেন্দ্র বাবুর নিকটে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

উপসংহার কালে আমরা উদারচেতা ডাক্তার বসু মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহার সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে যে এই প্রবন্ধ সাধারণের গোচরীভূত হইতে পারিত না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এই পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থের তিন চতুর্থাংশদ্বারা "ধর্ম্মদাস ধনভাণ্ডার" নামে একটী পুস্তকপ্রচার ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে, এবং অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ কলিকাতা নগরীতে নব প্রতিষ্ঠিত "সাধকমণ্ডলী"র সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইবে।

১১ই মাঘ। ৬৩ ব্রাহ্ম সংবৎ।
ময়মনসিংহ।

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

মরুভূমিতে কনকপদ্ম

বা

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

"He lived to glorify his Creator, to edify his neighbours and to mortify himself".

অতীত সাক্ষী ইতিহাসের প্রতি মনশ্চক্ষুঃ উন্মীলন পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে তাহার পত্রে পত্রে অনন্ত করুণাময়ের অনন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাণ অবাক্ হইয়া যায়,— হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া উঠে,—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া দর্শনে চিন্তাশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে,—কল্পনা শক্তি নির্ব্বেদ সাগরে নিমগ্ন হয়,—মন অভূত পূর্ব্ব অদৃষ্টচর আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে ; মহিম-ময়ের অতুলনীয় মহত্ত্ব দর্শনে হৃদয় স্বতঃই তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ের দিকে ধাবিত হয়।

দৃঢ় মূল দুর্নীতি ও কুসংস্কারের আক্রমণে মানুষ যখন নিরাশ হইয়া পড়ে, যখন মানবের সমুদায় শক্তি পরাজয় স্বীকার করে,—যখন প্রাণপণ করিয়াও মানুষ কিছু করিতে পারে না তখন সামান্য এক গুচ্ছ তৃণ ভগবানের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহারই শক্তির প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হয়

আব অমনি সেই অকিঞ্চিৎকব তৃণগুচ্ছ ভগবানের দুর্জ্জয় বলে বলীয়ান হইয়া অভ্রংলিহ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ দুর্লঙ্ঘ্য শিখব রাজিকেও উপহাস করিতে করিতে সুদৃঢ় ভাবে জগদীশ্বরের সাধু ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে থাকে, শত ঝড় প্রবাহ, সহস্র শিলা বজ্রপাতেও কণামাত্র বিচলিত হয় না,—ব্রহ্মকৃপাবলে সেই সামান্ত তৃণ খণ্ডের আঘাতেও কত রাজ রাজেশ্বরের মুকুট ধরাশায়ী হয়,—ভীম বাহু অশ্বত্থও সেই অকিঞ্চিৎকর তৃণ গুচ্ছের নিকটে মস্তক অবনত করে। ভগবানেব এতই মহিমা!

কিঞ্চিদুন দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল একটী নিতান্ত হীনাবস্থ ,সূত্রধরতনয়কে লইয়া তিনি কি অচিন্তিতপূর্ব্ব ইন্দ্রজালই না প্রদর্শন করিলেন কি অদ্ভুত খেলাই না খেলিলেন! জগৎ বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সেই অতুলনীয় ইন্দ্রজাল দর্শন করিল,—ইউরোপ, এমেবিকা, এসিয়া, এফ্রিকা সে ক্রীড়া দর্শনে মুগ্ধ হইল,—সে অদ্ভুত ভোজবাজীর নিকটে মস্তক অবনত করিল!

ত্রয়োদশ শত বৎসর অতীত হয় নাই, যৎকালে আরবদেশ কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতার আবাস ভূমি ছিল,—যখন আরবীজাতি ধর্ম্ম ও নীতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অধর্ম্ম ও দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কবিতেছিল,—যে সময়ে একটী আরবীয় পুরুষ শত শত কামিনীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে যথেচ্ছভাবে পশুযূথের ন্তায় মরুভূমিতে পরিত্যাগ করিয়া যাইত,—সেই সময়ে মঙ্গল-ময় বিশ্বপতির আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক যে মুহূর্ত্তে, একটী আশ্রয় বিহীন নিরক্ষব যুবক দণ্ডায়মান হইল, অমনি "লায় লাহা

এলেল্লা" রবে জগৎ প্রতিশব্দিত হইল, কত রাজরাজেশ্বরের উজ্জল মুকুট সেই নিরাশ্রয় যুবকের চরণতলে লুণ্ঠিত হইল।

অধিক দূরে যাইবার আবশ্যক নাই, একশতাব্দীর পূর্ব্বতন ভারতের অবস্থা একবার মনশ্চক্ষে প্রতিফলিতকর, অহো! কি ভীষণ দুর্দ্দিনই না গিয়াছে! চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, নীতির নামে দুর্নীতির উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি সমাজের রক্ত মাংস শোষণ করিতেছে,—সভ্যতার শৈশব দোলা, জ্ঞানরত্নের অদ্বিতীয় খনি ভারত ভূমি অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, সাম্যের অবতার বুদ্ধ ও চৈতন্যের জন্মভূমি হইতে সাম্য ও মৈত্রী অন্তর্দ্ধান করিয়াছে,—অসাম্য ও জাতি বিদ্বেষের বিকট মূর্ত্তি সমন্তাৎ নিরন্তর নৃত্য করিতেছে,—ব্রহ্মৈকতান যোগনিরত জনক ও যাজ্ঞবল্কের লীলানিকেতন পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্র হইতে ব্রহ্মোপাসনা সপ্ত সমুদ্রের পর পারে পলায়ন করিয়াছে, সাক্ষাৎ জীবন্ত ব্রহ্মপূজার স্থানে জড়োপাসনা ও পৌত্তলিকতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে; সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব বিরাজ করিতেছে, গার্গী ও মৈত্রেয়ীর ক্রীড়াভূমিতে রমণী জাতির অভাবনীয় দুর্গতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতেছে, নারীজাতি পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছে, চিতানলে দহ্যমান বালবিধবার করুণক্রন্দনে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বৃথা শাস্ত্রের ভানে স্ফুটোন্মুখ কুসুমকলিকা সদৃশী শত শত বালিকার চিতানলে ভারত ভূমির অন্তস্তল ক্ষত বিক্ষত হইতেছে! যৎকালে দেশ ও সমাজ এইরূপ ঘোরতর অন্ধতমসাচ্ছন্ন ছিল,—যে সময়ে নারীজাতি ঈদৃশী দুর্গতির একশেষ ভোগ করিতে ছিল,—যখন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের

অত্যাচারে দেশ ও সমাজ অধঃপাতে যাইতেছিল,—যখন এই অধঃপতিত দেশের পুনরুত্থান মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল,—সেই সময়ে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার শুভআশীর্ব্বাদে "মরুভূমিতে কনকপদ্ম" প্রস্ফুটিত হইল,—ভগবানের আহ্বানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণযুবকের প্রাণ জাগিয়া উঠিল,—বিধাতার প্রিয় সন্তান পিতার সেই সার্ম্মিক আহ্বানে কর্ণপাত করিল,—পিতার আদেশ মস্তকে লইয়া বৈষম্য ওবিদ্বেষের অনলে জর্জ্জবিত ভারত সমাজে সাম্য মৈত্রীর বিজয়ভেরী বাদন করিল,—পৌত্তলিকতা প্লাবিত দেশে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এর বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল,—শুভমুহূর্ত্তে ভারতক্ষেত্রে সার্ব্বভৌমিক সংস্কারের বীজ উপ্ত হইল,—বিশ্বনিয়ন্তার ন্যায়ময় রাজ্যে সত্য ও ন্যায়ের বিজয়নিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইল। অদ্য আমরা সেই ব্রাহ্মণসন্তানের পবিত্র জীবনের আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহার অসাধারণ মাহাত্ম্য প্রাণে উপলব্ধি করিবার অভিপ্রায়ে এস্থানে সমবেত হইয়াছি, ভগবান্ আমাদের সহায় হউন,—আমরা যেন কোনও বিষয়ের অতিরঞ্জনা করিতে যাইয়া সত্যের অপলাপ করিতে প্রবৃত্ত না হই।

উল্লিখিত ব্রাহ্মণসন্তান, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে হুগলিজিলার অন্তর্গত থানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়, মাতার নাম ফুলঠাকুরাণী। রামকান্ত রায় ও ফুলঠাকুরাণী উভয়েই নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তাঁহাদের জীবনের সদ্গুণ সমূহই শিক্ষাগুণে উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রের জীবনে সংক্রামিত হইয়া তাঁহার ভাবী উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ কবি Wordsworth বলিয়া গিয়াছেন "Child is father of the man" মহাজনদিগের জীবন-বৃত্ত অধ্যয়ন করিলে এই বাক্যের সত্যতা বহুলপরিমাণে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। যে গোরক্ষক বালক এক সময়ে প্রান্তরে বসিয়া মৃণ্ময় যন্ত্রের নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অপরিমেয় আনন্দ অনুভব করিত, সেই অজ্ঞাতনামা বালকই উত্তরকালে বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কারদ্বারা "জর্জ্জষ্টিফেন্‌সন" নামে বিখ্যাত হইয়া নরজগতে অমরতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। যে সামান্য বালক তিন বৎসর বয়সে কূর্ম্ম শাবক হত্যা করিতে যাইয়া বালহৃদয়সঞ্জাত অনন্য সাধারণ কৃপাসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই "থিওডোর পার্কারই" কালক্রমে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দুর্ব্বলের বল, দরিদ্রের বন্ধুরূপে দণ্ডায়মান হইয়া প্রবল শত শত্রুর আক্রমণে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া হতভাগ্য নিঃসহায় ক্রীতদাসদিগের স্বভাবদত্ত স্বাধীনতা রক্ষার্থ অকুতোভয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। যে বালক বাল্যকালে ধূলা খেলার সময়েই ক্রীড়া সহচরদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনে বৃক্ষচ্ছায়ায় আসীন হইয়া সতত চিন্তানিমগ্নভাবে সময় অতিবাহিত করিত, যে বালক চতুষ্পাঠীতে উপবিষ্ট থাকিয়া নিয়ত সংসারের অনিত্যতা, জীবনের দুঃখ ক্লেশের চিন্তাতেই অভিনিবিষ্ট থাকিত, সংসারকে মায়াময় মনে করিয়া তৎপ্রতি অবিমিশ্র বিরক্তিই প্রকাশ করিত সেই বালকই পরিণত বয়সে অতুল রাজৈশ্বর্য্য অপার সুখসম্পদ, প্রিয়তম পুত্র কলত্র, স্নেহময় জনক, প্রেমাস্পদ বন্ধু, বান্ধব সমস্তই কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিয়া "বুদ্ধ" নামধারণপূর্ব্বক

সংসারে অতুল বৈরাগ্য ও অনুপম নির্ব্বাণপথ প্রদর্শন করিলেন!

আমাদের রামমোহনের জীবনেও এই সত্য প্রচুরপরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি যে ধর্ম্মতৃষ্ণার জন্য উত্তরকালে ঈদৃশী প্রতিপত্তি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, যে প্রেম ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই উদ্বেল থাকিত, বালক রামমোহনের কোমল প্রাণেই সেই ধর্ম্মতৃষ্ণা, সেই প্রেমভক্তির বহুল নিদর্শন বর্ত্তমান ছিল। "নিতান্ত অল্প বয়সেই প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক আস্থা ছিল, গৃহদেবতা রাধা গোবিন্দকে যারপরনাই ভক্তি করিতেন। শুনা যায় যে তাঁহার বিষ্ণুভক্তি এত প্রবল ছিল যে তিনি বাটীতে কখন মানভঞ্জন যাত্রা হইতে দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার চরণে ধরিয়া কাঁদিবেন, শিখিপুচ্ছ, পীতধড়া ধুলায় লুণ্ঠিত হইবে, ইহা ভারতের ভাবী ধর্ম্মসংস্কারকের চক্ষুঃশূল ছিল।" কথিত আছে তিনি প্রতিদিন ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে এই যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি রূপ মহারত্ন অপরিস্ফুট ভাবে লুক্কায়িত ছিল, তাহাই উত্তরকালে মার্জ্জিত ও উজ্জ্বলীকৃত হইয়া পৌত্তলিকতান্ধকারাচ্ছন্ন ভারত ভূমিতে ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল রশ্মি বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রামমোহন প্রথমতঃ পিতৃগৃহে সামান্যরূপ পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া তদ্‌ভাষায় সবিশেষ উন্নতিলাভ ও আরবীভাষা শিক্ষার নিমিত্ত নবম বৎসর বয়সে পাটনানগরে প্রেরিত হইলেন। তিনি এইস্থানে ২।৩ বৎসর অবস্থিতি করিয়া আরবী

ভাষায় কোবাণ এবং ইউক্লিড ও আবিষ্টটলেব গ্রন্থ অধ্যয়ন কবিলেন। কোবাণ পাঠ কবিবাই তাঁহাব মনে সর্ব্বপ্রথমে একেশ্বরবাদের বীজ উপ্ত হইল, এবং তাঁহার যে তীক্ষবুদ্ধি ও বিচাব শক্তি উত্তবকালে"দেশ প্রচলিত উপধর্ম্ম নিচয়েব ভিত্তিমূল বিকম্পিত করিয়াছিল," সেই উন্নত প্রতিভা ও উজ্জ্বল তর্কশক্তি ইউক্লিড ও আরিষ্টটলেব পুস্তকপাঠে সম্যক্ বিকাশ প্রাপ্ত হইল।

পাটনায় শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি সংস্কৃতশাস্ত্রাধ্যযনার্থ কাশীতে প্রেবিত হইলেন। তিনি তথায অল্প দিনেব মধ্যেই বেদাদি শাস্ত্রে আশ্চর্য্য জ্ঞান লাভ কবিলেন। "কোবাণ পাঠে তাঁহাব মানস-ক্ষেত্রে একেশ্ববাদেব যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল,—উপনিষদোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানেব সলিল-নিষেকে সেই বীজ অঙ্কুবিত হইয়া উঠিল।" তিনি পাঠ সমাপন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন কবিযা গভীব ধর্ম্মতত্ত্ব সকল আলোচনা করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ পৌত্তলিকতার প্রতি অতিমাত্র বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। পিতাপুত্রে মতভেদ উপস্থিত হইল, মধ্যে মধ্যে উভয়েব তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল, পিতা পুত্রের উপব নিতান্ত বিবক্ত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে প্রায় ষোড়শ বর্ষ বয়সে বামমোহন "হিন্দুদিগেব পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা কবিলেন। পিতা পুত্রেব অসদ্ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিল, বামমোহন গৃহ হইতে তাড়িত হইলেন। বামমোহন নিঃসহায অবস্থায় পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন,—তথাপি আপনাব ধর্ম্মবিশ্বাস সংযত কবিলেন না,—সত্যেব অনুসবণে বিরত হইলেন না।

যে সময়ে মুসলমান শাসন অল্পদিন মাত্র উঠিয়া গিয়াছে, ইংরেজ শাসন বদ্ধমূল হয় নাই, রাজ পরিবর্ত্তনের শুভফলের সূত্রপাত না হইয়া বরং বিষময় পরিণাম তখনও চতুর্দ্দিকে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চরমান রহিয়াছে, দস্যুতস্করের ভয়ে দেশবাসী সকলেই ব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত, দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দের পৈশাচিক অত্যাচারে দেশ ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, "যখন ভারতবর্ষ কুসংস্কার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন,—যখন পাশ্চাত্য জ্ঞানের একটী রশ্মিও সেই তিমিরজাল ভেদ করিতে পারে নাই, যখন ইংরেজী শিক্ষা, সভা, বক্তৃতা, সংস্কার এসকলের সূত্রপাত হয় নাই," সেই সময়ে একটী ষোড়শ বর্ষীয় বালক—কল্য কি খাইবে তাহার সংস্থান নাই, ভবিষ্যজ্জীবনের অবস্থা কি হইবে, তাহার স্থিরতা নাই,—রাত্রিকালে কোথায় মাথা রাখিয়া দস্যু তস্কর অথবা বন্য হিংস্র জন্তু হইতে আত্মরক্ষা করিবে তাহার নিশ্চয় নাই,—এইরূপ অবস্থায় সত্যের অনুসরণ,—স্বকীয় বিশ্বাসের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া পিতৃগৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন, তথাপি অসত্যের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন না,—ভয়ের নিকটে বিশ্বাসকে বলিদান করিয়া আত্মার অবমাননা করিলেন না। ইহাই বীরত্ব। ইহাই মহত্ত্ব। ইহাই মনুষ্যত্ব। সত্যের অনুষ্ঠান করিতে গেলে এইরূপেই প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিতে হয়,—মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে এইরূপেই সহ্য করিতে হয়। সুখশয্যায় শয়ান থাকিয়া কেহ কখনও সত্য পালন করিতে পারেন নাই, শোণিত সাগরে সন্তরণ না দিয়া কেহই সত্যপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন নাই। সত্যানুসরণকারীদিগের কেহই কখনও সুখ সাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাইতে পারেন নাই,—

চিরদিনই তাঁহারা পার্থিব লোকের ঘৃণাবাশি দ্বারাই অভ্যর্থিত হইয়াছেন,—চিরদিনই তাঁহাদিগকে সাংসারিক সুখশান্তির আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। রামমোহনও সেই সাধারণ বিধি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তিনি ঈদৃশ দিনে, এবম্বিধ নিঃসহায় অবস্থায় পিতৃগৃহ হইতে দুরীভূত হইলেন। রামমোহন ভবিষ্যৎ বিপদের বিভীষিকা দর্শনে ভীত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় অবিচলিত হৃদয়ে এই ঘোর বিপদকেও ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। "কেবল তাহাই নহে, যখন যাতায়াতের কিঞ্চিন্মাত্র সুবিধা ছিল না, রেলওয়ের অস্তিত্বও এদেশে কেহ অবগত ছিলেন না, একদিনে প্রয়াগ যাত্রা পাগলের প্রলাপ বলিয়া উপহসিত হইত, যে সময়ে হিমাচলকে পৃথিবীর সীমা বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, যৎকালে সপ্তশত বৎসরের কঠোর নিষ্পেষণে স্বাধীনতার ভাব এদেশীয়দিগের হৃদয় হইতে সুদূরে পলায়ন করিয়াছিল, স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল,"—যে সময়ে বঙ্গবাসীর পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ নিতান্ত দুষ্কর ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত ছিল,—সেই সময়ে ষোড়শবর্ষীয় বঙ্গীয় বালক বিদেশীয় ধর্ম্মতত্ব সকল অবগত হইবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় চির হিমানীপরিবৃত উত্তুঙ্গ হিমগিরি উল্লংঘন পূর্ব্বক তিব্বত দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। স্বাভাবিক প্রতিভার এতই শক্তি!! প্রকৃত জ্ঞান পিপাসার এতই উত্তেজনা!!!

অগ্নির দাহিকা শক্তি কোনও অবস্থাতেই বিলুপ্ত হয় না,—উর্জ্জ্বল ব্যক্তিদিগের স্বাভাবিক তেজস্বিতাও কখনও হ্রাস

প্রাপ্ত হয় না। বিদেশে যাইয়াও রামমোহনের আন্তরিক তেজস্বিতা মন্দীভূত হইল না। তিব্বতবাসিগণ লামা উপাধি-ধারী জীবিত মনুষ্য বিশেষকে এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তাহারই পূজা করিয়া থাকে,—তিব্বতে অবতারবাদ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। রামমোহন তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। যিনি পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন,—তিনি ঈদৃশ অবতারবাদ,—মানবাত্মার এবম্বিধ অবমাননা সহ্য করিবেন কিরূপে? রামমোহন রায় সেই বন্ধুবিহীন অসভ্য দেশেও প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় অকুতোভয়ে এই বিকৃত ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন; তদ্দেশবাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল,—তথাপি তিনি প্রদীপ্ত তেজে তেজস্বী হইয়া অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগি-লেন, শতবাধা বিপত্তিতেও ভীত হইলেন না।

কিয়ৎকাল তিব্বতে অবস্থান-পূর্ব্বক রামমোহন বিংশতি বৎসর বয়সে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার পিতা সস্নেহে তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন। তিনি পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়া গভীর ভাবে সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট হইলেন, হিন্দুশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন-পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান রূপ অমূল্য রত্নের উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত হইলেন। পিতা পুত্রে আবার বিরোধ বাঁধিল। পিতা মনে করিয়াছিলেন তিন চারি বৎসর বিদেশের বহুকষ্ট সহ্য করিয়া রামমোহনের যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হইয়াছে, পৈত্রিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে তাঁহার আর সাহস হইবে না। কিন্তু রামমোহন

সে ধাতুর লোক ছিলেন না,—কিছুতেই তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ও স্বাভাবিক দৃঢ়তাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি আরও অধিকতর সাহসের সহিত সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারও সর্ব্ববিধ কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন,—আবার পিতৃগৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। কিন্তু এবার পিতার নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইলে মাতা পুত্রকে আবার সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। রামমোহন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গভীরভাবে জ্ঞানালোচনায় মনোযোগ প্রদান করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই রামমোহন গবর্ণমেণ্টের কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি যে ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন তাহার সুনির্ব্বাহার্থ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল, এই অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তই সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বিষয় কার্য্যোপলক্ষে রঙ্গপুর, ভাগলপুর ও রামগড় জিলায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রামমোহন রাজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও স্বকীয় জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য বিস্মৃত হন নাই। রঙ্গপুরে অবস্থিতি সময়ে তিনি সন্ধ্যার পরে আপনার বাসাবাটীতে সভা আহ্বান করিয়া সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে পৌত্তলিকতার অসারতা ও ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা পাইতেন। তত্রত্য জজ আদালতের দেওয়ান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা রামমোহনের কিছুই করিতে পারিল না।

অতঃপর রামমোহন রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার উপর ঘোরতর অত্যাচার ও নির্য্যাতনের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। রামজয় বটব্যাল নামক একব্যক্তি ৪।৫ হাজার লোক লইয়া রামমোহনকে নিষ্পেষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। বটব্যালের লোকেরা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্তঃপুরে গোহাড় প্রভৃতি নিক্ষেপ করিত। প্রত্যূষে তাঁহার বাটীর নিকটে কুক্কুটধ্বনি করিয়া পরিবারবর্গকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার আভ্যন্তরীণ তেজস্বিতা হ্রাস প্রাপ্ত হইল না। তিনি ধীর ও গম্ভীরভাবে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত স্বকীয় কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে এই উৎপাত থামিয়া গেল বটে। কিন্তু মাতা তাঁহাকে সপরিবারে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিলেন। তিনি নিরুপায় হইয়া রঘুনাথপুর গ্রামে এক শ্মশান ভূমির উপরে গৃহনির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।

রামমোহন রায় ১৮১৪ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া মাণিক-তলায় লোয়ার সার্কিউলার্ রোডে বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিলেন। এখন হইতে তাঁহার জীবনের কার্য্য প্রকৃতভাবে আরব্ধ হইল। বহুদিন হইতেই তিনি আশা করিয়া আসিতেছিলেন যে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার সাধনে সমুদায় অবকাশ, অর্থ, শরীর ও মন সমর্পণ করিবেন। এতদিনে তাঁহার চিরপোষিতা আশালতা ফলবতী হইল এতদিনে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইলেন, এতদিন ধরিয়া যে তুমুল সংগ্রামের আয়োজন

চলিতেছিল এখন সেই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে আবদ্ধ হইল। পৌত্তলিকতা ও সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহার রণভেরী বাজিয়া উঠিল, দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, সমুদায় বঙ্গভূমিতে গভীর আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রামমোহন রায় দেখিলেন পুস্তকপ্রকাশ সত্যপ্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়, কিন্তু সেই প্রশস্তপন্থাও বহুল অন্তরায় সমাকীর্ণ। বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত আর কোনও ভাষাই জাতিসাধারণের অধিগম্য নহে, আবার সেই বাঙ্গালাভাষারও সম্যক উন্নতি হয় নাই; বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার প্রণালী তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে দুই একখানি বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল,তাহাও নিতান্ত নগণ্য ও অকর্ম্মণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু রামমোহন কিছুতেই পরাস্ত হইবার লোক ছিলেন না, বরং কোন বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইলে তাঁহার সাহস ও উৎসাহ যেন দ্বিগুণিততেজে উৎসাবিত হইতে থাকিত। তিনি স্বয়ং গদ্য লিখিবার প্রণালী নির্দ্ধারণপূর্ব্বক নিজব্যয়ে হিন্দুশাস্ত্রসমূহ হইতে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থসমূহের মুদ্রাঙ্কন করিয়া সাধারণ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। একদিকে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল, অপরদিকে হিন্দু সমাজেও ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল, চতুর্দ্দিকে "ধর্ম্মলোপ" "ধর্ম্মলোপ" বলিয়া গভীর চিৎকার উত্থিত হইল। "যে বেদ শাস্ত্র ভূদেব ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও স্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না, রামমোহন রায় তাহাই মুদ্রিত করিয়া ম্লেচ্ছের হস্তে তুলিয়া দিলেন, যে "ওঁ" শব্দ উচ্চারণ করিলে দ্বিজেতর জাতির রসনাচ্ছেদনের বিধি রহিয়াছে

রামমোহন রায় তাহাই আচণ্ডাল সকলের মুখে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। আস্থাবান্ পৌত্তলিকেরা প্রমাদ গণিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। আন্দোলন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। নিদ্রিত হিন্দু সমাজ জাগিয়া উঠিল। চারিদিকে রামমোহন রায়ের মতের প্রতিবাদ হইতে লাগিল। আক্রমণকারীদিগের সহিত প্রকৃতপক্ষে বিচার আরব্ধ হইল। ক্রমান্বয়ে শঙ্কর শাস্ত্রী, কলিকাতাবাসী ভট্টাচার্য্য, কবিতা কার, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ও ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর সহিত তাঁহার বিচার হইল। এই বিচারে রামমোহন রায় যাদৃশ অসামান্যধীশক্তি, অদ্ভুত সহিষ্ণুতা, ও অলোকসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মত বীরপুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর। পরিণামে এই সকল বিচারে ইহাই প্রমাণিত হইল যে ব্রহ্মোপাসনাই সার ও শ্রেষ্ঠ উপাসনা,—পৌত্তলিকতা নহে। আরও প্রমাণিত হইল যে যাঁহারা রামমোহনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারা কোন অংশেই তাঁহার সমকক্ষ হইবার উপযুক্ত ছিলেন না।

অনন্তর নন্দলাল ঠাকুরের সাহায্যে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন "পাষণ্ডপীড়ন" নামক অজস্রকটুকাটব্যপূর্ণ এক অতি বৃহৎ গ্রন্থপ্রচার করিলেন,—রামমোহন রায় বিলক্ষণ ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত "পাষণ্ডপীড়নের" উত্তর "পথ্য প্রদান" প্রকাশ করিলেন, ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ব্বাক্ হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন।

এই সময়ে রামমোহনরায়ের মনোযোগ অপরদিকে আকৃষ্ট হইল। কেবল হিন্দুসমাজে সত্য প্রচার করিয়াই তাঁহার উদার হৃদয় তৃপ্ত হইতে পারিল না। কি হিন্দু, কি

মুসলমান, কি খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়েব মধ্যেই যাহাতে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচলিত হয়,—এবং একমাত্র নিরাকার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর কাহারও উপাসনা স্থান না পায়, ইহাই তাঁহার প্রাণগত যত্ন ছিল। কি সত্য প্রচাব কি সত্য সংগ্রহ কোনও বিষয়েই তাঁহাব নিকটে বিদেশীয়-স্বদেশীয় বিচাব ছিল না, তাঁহাব প্রশস্ত হৃদয় যে স্থানে যে সত্য পাইত, সেই স্থান হইতেই তাহা শ্রদ্ধাব সহিত গ্রহণ করিত,—আবাব যে স্থানে সত্যের সিংহাসনে অসত্যকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেন, সেই স্থানেই সিংহবীর্য্যে অসত্যেব বিপক্ষে অভ্যুত্থান করিতেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া যেমন ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমূল্য বত্ন সকল উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুসলমান শাস্ত্র বিলোডন করিয়া সত্যগ্রহণে কখনও ত্রুটি করেন নাই। এই উদারভাবপ্রণোদিত হইয়াই তিনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "Precepts of Jesus guide to peace and happiness" নামে এক পুস্তক প্রচার করিলেন। কিন্তু মার্শমান সাহেব সেই পুস্তকেব নানারূপ প্রতিবাদ ও নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। বাম-মোহন সেই প্রতিবাদেব উত্তরে "An appeal to the Christian public" নামক পুস্তক প্রচাব করিয়া উহাতে প্রদর্শন করিলেন যে, ত্রিত্ববাদ, খৃষ্টেব ঈশ্বরত্ব ও খৃষ্টের রক্তে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি মত বাইবেলের বিরোধী, মিসনারি-গণ বাইবেলের প্রকৃত অর্থ না বুঝিযা একপ বিশ্বাস করেন। মার্শমান আবাব আক্রমণ করিলেন, বামমোহন দ্বিতীয়বাব 'Appeal to the Christian public" প্রকাশ করিলেন, মার্শমান আবার তাহাব উত্তব বাহির করিলেন। বামমোহন

রায় আবার তৃতীয় পুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন, এবার গুরুতর প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। এতদিন তাঁহার পুস্তক সকল মিসনারিদিগের ব্যাপ্টিষ্ট মিসন প্রেসে মুদ্রিত হইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে যন্ত্রাধ্যক্ষ তাঁহার পুস্তক খৃষ্টধর্ম্মবিরোধী মনে করিয়া মুদ্রিত করিতে অসম্মত হইলেন। রামমোহন রায় কোনও প্রতিবন্ধকতাতেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না, তিনি নিজে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে "Final appeal" প্রকাশিত করিলেন। মার্শমান স্বমতসমর্থনার্থ ইংরেজী বাইবেল হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন, রামমোহন রায় গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল হইতে প্রমাণপ্রয়োগপূর্ব্বক দেখাইলেন যে, মার্শমান সাহেবের কথা তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। মার্শমান পরাস্ত হইলেন। ইণ্ডিয়াগেজেটের সম্পাদক বলিলেন যে, "এই বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, রামমোহন রায় অদ্যাপি এদেশে তাঁহার সমকক্ষ প্রতিপক্ষ প্রাপ্ত হন নাই"।

এই সময়ে উইলিয়মএডামনামক একজন ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান মিসনারী ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি রামমোহন রায়ের আন্তরিক ধর্ম্ম পিপাসা দেখিয়া তাঁহাকে খৃষ্টান করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন পাইতে লাগিলেন, কিন্তু ফল বিপরীত দাঁড়াইল, এডাম সাহেবই রামমোহন রায়ের মতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন।

ইহার কিছু দিন পরেই রামমোহন রায় উপাসনাগৃহ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে লাগিলেন। তদনুসারে চিৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর একটী বাড়ী ভাড়া

লইয়া ১৭৫০ শকে (১৮২৮ খ্রীঃঅব্দে) উপাসনাসভা স্থাপন করিলেন। এই সভাপ্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল। চিৎপুররোডের পার্শ্বে এক খণ্ড ভূমি ক্রীত হইয়া তাহার উপরে সমাজগৃহ নির্ম্মিত হইল এবং ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ সেই স্থানে **ব্রাহ্মসমাজ** প্রতিষ্ঠিত হইল, শুভদিনে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ভারতক্ষেত্রে সত্য ধর্ম্মের বিজয়িনী পতাকা উড্ডীন হইল। রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণের যত্ন এবং অধ্যবসায়ে সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত হইতে লাগিল। অনেক সবলচেতা লোক রামমোহনের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহার মতে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, হিন্দুসমাজ প্রমাদ গণিলেন। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল।

এই সময়ে আন্দোলনের একটী নূতন কারণ উপস্থিত হইল। বহুদিন হইতে এদেশে এই একটী ভয়ঙ্করী প্রথা প্রচলিত ছিল যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে পত্নী তাঁহার চিতানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন। অনেকেরই এইরূপ সংস্কার আছে যে পত্যনুগামিনী রমণীগণ স্বাধীনভাবে পতির অনুগমন করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সহস্রের মধ্যে একজনও ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিতেন কি না সন্দেহ স্থল। অধিকাংশ স্থলেই বিধবাদিগের প্রতি পাশব বলের প্রয়োগ হইত। অমানুষিক অত্যাচারে তাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। ১৮১৭ খ্রীঃঅব্দে এইরূপে এক হাজার আট শত ঊনচল্লিশটী রমণী জীবন্তাবস্থায় চিতানলে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। এই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সতীদাহের বিরুদ্ধে কি দেশীয় কি ইউরোপীয় কেহই বাক্যব্যয় মাত্র করেন নাই,

গবর্ণমেণ্ট ও এবিষযে হস্তক্ষেপ কবিতে সাহসী হন নাই। যৌবনাবস্তেই জনৈক আত্মীয়া বমণীব সহমরণ ব্যাপারে নিষ্ঠু-বতা দর্শন কবিয়া রামমোহনের করুণ হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, নিজের প্রতি শত অত্যাচারেও যে হৃদয় কখন ক্ষণেকের জন্যও বিচলিত হয় নাই, অসহায় রমণীর প্রতি নিষ্ঠুব সমাজেব ঈদৃশ নৃশংস ব্যবহাব দর্শনে সেই বীবহৃদয় করুণবসে দ্রবীভূত হইল, কঠোবে কোমলে, বজ্রে বিদ্যুতে, অপূর্ব্ব মিলন হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যতদিন এই নিষ্ঠুব প্রথা রহিত না হয়, ততদিন তিনি প্রাণপণে ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। তিনি সেই প্রতিজ্ঞা কথনও বিস্মৃত হন নাই। উপদেশ, পুস্তক প্রচাব ও গবর্ণমেণ্টকে পবামর্শ দান প্রভৃতি নানা উপায়ে ভাবত-ভূমি হইতে নাবীহত্যারূপ মহাপাতকেব উন্মূলনেব নিমিত্ত সচেষ্ট ছিলেন।

শুভ মুহূর্ত্তে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভাবতের শাসন কার্য্যে নিযোজিত হইলেন, শুভদিনে বামমোহন রায় ও লর্ড উইলিযম বেণ্টিঙ্কেব শুভ সংমিলন সংঘটিত হইন। সেই "মণি কাঞ্চন যোগে"ব শুভ ফল ইতিহাসেব পৃষ্ঠায় চিবদিন স্বুবর্ণাক্ষবে লিপি-বদ্ধ থাকিবে। রামমোহন গবর্ণমেণ্টেব নিকট প্রতিপন্ন কবি লেন যে "হিন্দু রমণীগণ যে বুদ্ধিবিবেচনাব অনুবর্ত্তিনী হইয়া শবীব ভস্মসাৎ কবেন এরূপ নহে। বিধবার সম্পত্তি থাকিলে তাহার আত্মীযগণ উহা অধিবাব কবিবাব উদ্দেশে সহমবণে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইবাব নিমিত্ত অর্থলোভী ব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকে। অনেক সময়ে "ভাঙ্গ" প্রভৃতি মাদক দ্রব্যসেবনদ্বাবা বাহ্যজ্ঞান শূন্য কবিয়া বিধবাব সম্মতি গ্রহণ

কবা হইয়া থাকে।" বিধাতাব রাজ্যে অন্যায ও অসত্য চিব-দিন বাজত্ব কবিতে পাবে না। ন্যায় ও সত্যেব জয় অবশ্যম্ভাবী। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বব লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই ভয়ঙ্কবী কুবীতি রাক্ষসীকে ভাবতক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিলেন, রামমোহনেব প্রাণেব আশা সফল হইল. তাঁহাব বাল্যপ্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। সতীদাহ উঠিয়া গেল হিন্দুসমাজেব যেন সর্ব্বনাশ হইল। চাবিদিকে প্রবল আন্দোলনেব স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহাবই কিছুদিন পূর্ব্বে বামমোহন বায ও তাঁহাব ব্রাহ্মসভাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবিবাব জন্য সাব বাজা বাধাকান্তেব সভাপতিত্বে, ধনকুবেব মতিলাল শীল প্রভৃতিব উৎসাহে, লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া 'ধর্ম্মসভা" নামে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। যেই সতীদাহ উঠিয়া গেল, আব ধর্ম্মসভাব মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহাদেব ক্ষোভ, ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্বেষেব পবিসীমা বহিল না। আব তাঁহাবা পবমারাধ্যা জননী, স্নেহপ্রতিমা ভগিনী, জীবনোপমা দুহিতা প্রভৃতিকে জ্বলন্ত চিতানলে জীবন্ত দগ্ধ কবিতে পাবিবেন না, ইহা কি কম পবিতাপেব বিষয়? ভাবতবর্ষে ঘোব হুলস্থূল পড়িযা গেল। বামমোহনকে মাবিয়া ফেলিবাব ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, বাস্তবিক বামমোহন ও তাঁহাব বন্ধুদিগেব পক্ষে ঘোব সংকটকাল উপস্থিত হইল। ধর্ম্মসভা বিপুল আয়োজনেব সহিত ব্রাহ্মসভাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবিতে লাগিল। একদিকে সহস্র লোকেব পবিচালক দেশেব ধনকুবেব ও সমাজপতিগণ সভাব নেতা, লক্ষ টাকা তাহাব মূলধন, সভাব দিন সভাগৃহ হইতে এক পোয়া পথ পর্য্যন্ত গাড়ী দাঁড়া

ইযা যাইত। "অপব দিকে রামমোহন রায় কয়েক জন অনু-গতবন্ধু মাত্র লইয়া ব্রাহ্মসভাব গৃহে সত্যের ভাবী উন্নতিব প্রতি নির্ভব কবিয়া বসিয়া আছেন।" তাঁহাব জীবননাশেব সম্ভাবনা হইযা উঠিল কিন্তু ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহাব মহান্ হৃদয় যেন লৌহবর্ম্মে সংরক্ষিত ছিল। এত অন্তবায, এত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা কবিয়া তিনি নির্ভীকহৃদয়ে স্বকীয় কর্ত্তব্যপথে বিচবণ করিতে লাগি-লেন। সত্যেব জয়েব দিকে লক্ষ্য বাখিয়া সেই শুভসময়েব প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন। সাংসারিক ভাবে দেখিলে বোধ হয যে ধর্ম্মসভাব হস্তে বামমোহন রায় ও তাঁহার ব্রাহ্মসভা নিষ্পেষিত হইয়া যাইতে পাবিতেন কিন্তু পবিণামে সত্যের জয অনিবার্য্য। সেই লোকবল, অর্থবল, আডম্বর, এ সক-লেব কিছুই নাই। কিন্তু সেই যে সত্যেব জযস্তম্ভ ভাবতক্ষেত্রে নিখাত হইল আব তাহাব পতন হইল না, তাহা চিবদিন জগ তেব সমক্ষে সত্যেব জয় উদ্ঘোষণ কবিবে।

বামমোহন বায় বহুবিবাহপ্রথানিবাবণার্থ ঐকান্তিক যত্ন ও পবিশ্রম সহকাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে আধুনিক কৌলীন্যপ্রথা ও অধিবেদনপ্রণালী শাস্ত্রসঙ্গত নহে। তিনি প্রস্তাব কবিলেন যদি গবর্ণমেণ্ট এরূপ ব্যবস্থা কবেন যে কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীব জীবদ্দশায দাবান্তবগ্রহণে অভিলাষী হইলে তাঁহাকে কোন বাজকর্ম্মচাবীব নিকট প্রমাণ কবিতে হইবে যে তাঁহাব পূর্ব্ব স্ত্রীব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কোন দোষ আছে। ইহাব প্রমাণে অসমর্থ হইলে সে পুনর্ব্বাব বিবাহ কবিতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না। তাঁহাব পবামর্শ মত কার্য্য হইলে চিব

দুঃখভাগিনী ভারতীয় ললনাগণের অনন্ত দুঃখের কিয়ৎপরিমাণে অবসান হইত।

বর্ত্তমান সময়ে যে পাশ্চাত্যশিক্ষার বলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? ইহার জন্যও ডেভিড্ হেয়ার লর্ড মেকলে প্রভৃতির ন্যায় রামমোহন রায়ের নিকটেও এদেশ ও সমাজ প্রচুরপরিমাণে ঋণী রহিয়াছে। যৎকালে এদেশীয়দিগকে দেশীয় রীতিতে কি পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, এই বিষয়ে রাজপুরুষদিগের মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, সেই সময়ে রামমোহন রায় বহুলযুক্তিপ্রয়োগদ্বারা স্পষ্ট প্রদর্শন করিলেন যে, কেবল সংস্কৃত অথবা পারসী শিক্ষায় দেশের প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই, ইংরেজী শিক্ষাব্যতীত লোকের দৃঢ়নিবদ্ধ কুসংস্কার কখনই নির্ম্মূল হইবে না, এবং এই সকল কুসংস্কার বিলুপ্ত না হইলে এই অধঃপতিত জাতির কল্যাণের আশা নাই. সুতরাং এই হতভাগ্য দেশের উন্নতি সাধনার্থ পাশ্চাত্য শিক্ষাই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পরিণামে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থনকারীদিগেরই জয়লাভ হইল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলে কেবল নিজের মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, ইহার সম্যক্ প্রচারের জন্য, কায়মনোবাক্যে যত্নশীল ছিলেন। এবিষয়ে তিনি ডফ্, হেয়ার প্রভৃতিকে যেমন যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তেমনি নিজেও একটী ইংরাজী স্কুল সংস্থাপন করিয়া বালকদিগের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের চেষ্টা ব্রাহ্মসমাজস্থাপন, সতীদাহ

নিবারণ বাঙ্গালাসাহিত্যসৃষ্টি ও ইংরাজীশিক্ষাপ্রচলনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি রাজনৈতিক সংস্কারে ও উৎসাহের সহিত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, যে নির্ব্বাচনপ্রথা ও জুরীর বিচার অদ্যতন শিক্ষিতসম্প্রদায়ের প্রধান প্রার্থনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, ষষ্টিবৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায়ই তদ্বিষয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ের প্রায় সমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলেই তিনি থাকিতেন। তিনি দেশীয়দিগের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারার্থ বাঙ্গালা ও পারসীভাষায় দুইখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালাভার্থ চেষ্টা করিতে যাইয়া তিনি অনেক রাজপুরুষের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, রমণীদিগের দায়াধিকার,—উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুপ্রীমকোর্টে নিষ্পত্তি, অসিদ্ধ লাখেরাজ ভূমি বিষয়ক আইন, এইসকল বিষয়ে তিনি ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আন্দোলনে প্রিভিকৌন্সিলের বিচারে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুপ্রীমকোর্টের অন্যায় নিষ্পত্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল।

রামমোহন রায় বহুদিন হইতে বিলাতগমনের ইচ্ছা করিতেছিলেন, কিন্তু জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য তিনি যে মহানুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে পাছে সে সকলের কোনও অনিষ্ট হয়, সেইজন্য হঠাৎ স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ক্রমে অবস্থা অনুকূল হইয়া আসিল, তিনিও বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাটকে কতিপয় বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে বাদশাহ তদ্বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টে আপীল করিবার

সঙ্কল্প করিলেন, এবং রামমোহনকে "রাজা" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক উকিলরূপে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তদনুসারে রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর "এল্বিয়ন" নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিলেন। হায়! হায়!! হতভাগ্য ভারতভূমি সেই যে অশুভক্ষণে প্রিয়পুত্রকে ক্রোড় হইতে বিদায় দিলেন, আর সে পুত্র তাহার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল না, আর মাকে মা বলিয়া ডাকিল না।

রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ইংরেজ বিদ্বন্মণ্ডলী—তাঁহাকে নিউটন অথবা প্লেটোর অবতার বলিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বিদেশে যাইয়াও স্বদেশের হিতকামনা ও স্বজাতির উন্নতি আকাঙ্ক্ষা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। এদেশীয়দিগের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তৎসম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক প্রকাশ করিয়া তত্রত্য পদস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে রামমোহনকে এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইত যে, আহার নিদ্রারও সময় হইয়া উঠিত না, এবং সময়ে সময়ে অর্থাভাবে তাঁহাকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইত। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, তিনি অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত স্বকীয় বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত সকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, নানাস্থান হইতে পণ্ডিত-গণের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নসমূহের পরিষ্কার উত্তর প্রদান করিতে লাগি-লেন। চিন্তাশীল ইংরেজ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান গরিমা, মার্জ্জিত তর্কশক্তি, অসাধারণ উন্নত প্রতিভা, অতুলনীয়

মানসিক ক্ষমতা ও অটল ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন।

কিন্তু হায়! এ উৎসাহপ্রদীপ অধিক দিন প্রজ্বলিত বহিল না, নির্ম্মল আকাশে সহসা কালমেঘের সঞ্চার হইল, হঠাৎ ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত হইল, অকালে দীপ নির্ব্বাণ হইল। অশুভ মুহূর্ত্তে ১৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাজা সহসা জ্বরাক্রান্ত হইলেন, ক্রমেই জ্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে বিকারে পরিণত হইল, প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিলেন রোগের উপশম হইল না, সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার চন্দ্র-প্রভাবিধৌত রজনীর দুই ঘটিকা ২৫ মিনিটের সময়ে প্রদীপ্ত প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল, ভারতের দুঃখরজনীর প্রভাততারা অস্তমিত হইল, ভারতের কল্যাণ শিরে ভীষণ বজ্রাঘাত হইল। ইংলণ্ড কাঁদিল! ভারত কাঁদিল! হা ঈশ্বর! তোমার কার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য কে বুঝিবে?

আমরা সংক্ষেপে রামমোহন রায়ের জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, রামমোহনবায় কে? তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়া আমরা কি শিক্ষা লাভ করিলাম? আমরা সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যত্ন করিব।

রামমোহন ভারতের দুর্দ্দিনকালরাত্রির প্রাভাতিক-নক্ষত্র, উষার স্নিগ্ধোজ্জ্বল সৌরকিরণচ্ছটা। রামমোহন রায় প্রাচ্য ভাবময় জীবনে প্রতীচ্য কার্য্যপ্রবণতার উন্নত সমবায়, ভারতীয়ধর্ম্মৈকতানজীবনে ইউরোপীয় আত্মবিসর্জ্জনের প্রকৃষ্ট সংমিশ্রণ, বহু শতাব্দীর পশ্চাদ্বর্ত্তী সময়ের সহিত উনবিংশ

শতাব্দীর রাসায়নিক-সংযোগোৎপন্ন অভূতপূর্ব্ব অত্যাপাদের স্ব-স্বরূপ। তিনি আধুনিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক—রাজনীতিবিদ্ ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, তিনি একাধারে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির সংস্কারক, বাঙ্গালা ভাষার জনক এবং এদেশে ইংরাজীশিক্ষার প্রবর্ত্তক ছিলেন। কিন্তু যতই কেন বলি না, কিছুতেই তাহার প্রকৃতভাব প্রকাশিত হইতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে রামমোহন ভারতের উন্নতিমার্গে বিধাতার যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন, তিনি ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্যই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—মহাত্মা যথাসাধ্য স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়া যথাসময়ে শান্তিময়ের শান্তিক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন,—জগদীশ্বর তাঁহার পবিত্র আত্মাকে অবিমিশ্র শান্তিসলিলে অভিষিক্ত করুন।

সুপ্রসিদ্ধ লোকচরিত্রজ্ঞ ভবভূতি বলিয়া গিয়াছেন,—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।

লোকোত্তরাণাং চেতাংসি।"

মহাত্মাদিগের হৃদয় বজ্র অপেক্ষাও কঠোর, কুসুম অপেক্ষাও সুকোমল। রামমোহনের জীবনেও এই কঠোরতা ও কোমলতার আশ্চর্য্য সমবায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি একদিকে কার্য্যকালে যেমন সিংহবীর্য্য ছিলেন, শত বাধা বিপত্তিতেও সুদৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় স্থির ও অটল থাকিতেন, শত শত্রুর প্রবল নির্য্যাতনেও পাদমাত্র বিচলিত হইতেন না, কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বহস্তে মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন করিতেও কণামাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, আবার অপরদিকে তাঁহার হৃদয় তেমনি নবনীত

ন্যায় কোমলতার আধার ছিল,—নরনারীর সামান্যতরবস্থা দর্শনেই তাঁহার হৃদয়প্রস্রবণ হইতে দয়া ও সহানুভূতির সুশীতলপ্রবাহ শতধা উচ্ছ্বসিত হইয়া সকলকেই অবগাহন করাইত। তাঁহার জীবনে বাস্তবিক "ভীমকান্ত" গুণাবলীর অদ্ভুত সমাবেশ ছিল। আমরা এতক্ষণ তাঁহার জীবনের যে অংশের আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতেই নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে রামমোহন রায় একজন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন,—সহস্র বিপদও তাহার হৃদয়ে কণামাত্র ভয়ের উদ্রেক করিতে পারিত না, রাশি রাশি বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া তিনি নির্ভীকহৃদয়ে স্বকীয় কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার "উপাধি রাজা, জড়ময় ভূমিখণ্ড তাঁহার রাজ্য নহে," ঘোরতর যুদ্ধের পর, প্রবল দেশাচার ও শাস্ত্রান্ধতার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সহস্র সহস্র মানবহৃদয়ের উপরে তিনি এক সুবিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সে রাজ্যের আর ধ্বংস নাই, পতন নাই,—ইহা চিরদিনই বিদ্যমান থাকিয়া ক্রমশঃ ইহার বিস্তার বৃদ্ধি করিবে।

রামমোহনের উদার হৃদয় দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তিসমূহের গভীর উৎসস্বরূপ ছিল। যে স্থানে দেখিতেন দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, সেই স্থানেই তিনি দুর্ব্বলের দুঃখে গলিয়া যাইতেন,—প্রাণপণে সেই দুঃখনিবারণে সচেষ্ট হইতেন। এদেশীয় হতভাগিনীঅবলাকুল ও ধনীদিগের পাদদলিত কৃষীবলদিগের দুরবস্থাদূরীকরণার্থ তিনি দেশে বিদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি সমবে

সময়ে কলিকাতার মুটিয়াদিগের নিকট হইতে তাহাদের সংখ্যা, অবস্থা প্রভৃতি জানিয়া লইতেন,—তাহাদের সহিত সমদুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক নানারূপ স্নেহালাপ করিতেন। প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধির সহিত ঈদৃশী উদারতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ বড়ই সুন্দর,—বড়ই হৃদয়গ্রাহী। ইহাই উন্নতজীবনের লক্ষণ, উদার হৃদয়ের নিদর্শন।

কোনও শ্রদ্ধাস্পদ কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "The grand objects of man's life are threefold —to glorify his Creator, to edify his neighbour, and to mortify himself" রামমোহন রায় তাঁহার জীবনে এই ত্রিবিধ উদ্দেশ সাধনার্থই যত্নবান্ ছিলেন। যাহাতে বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের মহীয়সী শক্তি মানব সমাজে আরও মহিমান্বিত হইতে পারে তজ্জন্য তিনি কতই না যত্ন, কতই না পরিশ্রম করিয়াছেন। নানা শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারার্থ কতই না আপ্রাণ-চেষ্টা পাইয়াছেন। যাহাতে জগৎ হইতে পৌত্তলিকতা ও জড়বাদ, অবতারবাদ ও মধ্যবর্ত্তিবাদ উঠিয়া যাইয়া প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে,—যাহাতে সমস্ত পৃথিবী এক ধর্ম্ম পরিবারে আবদ্ধ হইতে পারে, সেই মহান উদ্দেশ্যসাধন নিমিত্ত তিনি কত আশাপূর্ণ হৃদয়েই না ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়িনী পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন! তাঁহার জীবনের দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই, তাঁহার প্রার্থনাশীলতা প্রত্যেকেরই অনুকরণযোগ্য ছিল। এই সকল অপ্রতিবিধেয় অস্ত্রের বলেই তিনি ঘোরতর বিপদহইতেও বারংবার উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি

এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের বলেই আশার সহিত বলিতে পারিয়াছিলেন, "যদিও আমার দেশবাসিগণ আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছেন,—যদিও আমার বন্ধুগণ আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, তথাপি যিনি নির্জ্জনে দেখিয়া সজনে পুরস্কার করেন, সেই পরমপুরুষের নিকটে আমার ভাব সকল বিদিত, এবং আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, যাঁহারা এক্ষণে আমাকে নির্যাতন করিতেছেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ আমাকে কৃতজ্ঞতার উপহার দিবে।" সামান্য বিশ্বাসীর হৃদয় হইতে ঈদৃশ নির্ভরের কথা বহির্গত হইতে পারে না, ইহাই তাঁহার হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসের পরিচায়ক। প্রাজ্ঞচক্ষো! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, তোমার অধস্তন পুরুষ তোমার মাহাত্ম্য অনেক-পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে,—তাই তাহারা তোমার উন্নত চরিত্রের আলোচনার্থ অদ্য একত্র সম্মিলিত হইয়াছে।

কথিত আছে, পুরাকালে দর্শনশাস্ত্র-স্বর্গে বিদ্যমান ছিল, পরিশেষে মহাত্মা সক্রেটিস্ তাহাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ভারতের পৈতৃক সম্পত্তি বটে, কিন্তু ইহা পূর্ব্বে সংসারপরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাসী যোগীঋষিদিগেরই আশ্রয়ণীয় ছিল, মধ্যযুগে সেই ব্রহ্মোপাসনা একবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, রামমোহন রায় সেই ব্রহ্মজ্ঞানকে সংসারে আনয়ন করিয়া উভয়ের অপূর্ব্বযোগসাধন করিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ" ও "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" সেই বিচিত্র সম্মিলনের শুভফলস্বরূপ প্রসূত হইয়া জগদ্বাসী নরনারীর নিকটে মুক্তির সংবাদ প্রদান করিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিল—"সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্ম করিতে হইবে, ধর্ম্ম ভগবানের আর সংসার সয়তানের নহে। সংসার ধর্ম্মের

বিরোধী নহে বরং অনুকূল। ধর্ম্মের জন্য সাংসারিকতা পরিত্যাজ্য বটে, সংসার অবশ্য বর্জ্জনীয় নহে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহন রায় কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, তাঁহার উদার হৃদয়ে কোনও রূপ সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা স্থান পাইত না, তিনি বিশ্বজনীনভাবে বিশ্বপতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা করিতেন, সেই ব্রহ্মোপাসনাই জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাবজ্জীবন যত্নশীল ছিলেন।

মহাকবি হোমারের জন্ম স্থান সম্বন্ধে কথিত আছে যে

"Seven rival towns contend for Homer dead,

Through which living Homer begged his bread."

রামমোহন রায় সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটনাই সংঘটিত হইয়াছে। যৎকালে তিনি জীবিত থাকিয়া নানারূপ মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময়ে কি খৃষ্টান, কি হিন্দু কোন সমাজই তাঁহার প্রতি কণামাত্রও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই, বরং পদে পদে তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। এমন কি হিন্দুগণ এক সময়ে তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিতেও ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, খৃষ্টিয়ানগণ তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রে তাঁহার গ্রন্থাদিও মুদ্রিত করিতে স্বীকার পাইতেন না। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরে সেই হিন্দুগণ তাঁহাকে বৈদান্তিক হিন্দু ও খৃষ্টিয়ানগণ ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টিয়ান বলিয়া স্ব স্ব দলে নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। বড়ই আশ্চর্য্য ও রহস্যের বিষয়, যাঁহারা প্রাণপণে তাঁহাকে অপদস্থ করিতে যত্নপর ছিলেন, অদ্য তাঁহারাই তাঁহাকে স্ব স্ব মতাবলম্বী বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

রামমোহন রায় খৃষ্টিয়ানই হউন, বৈদান্তিক হিন্দুই হউন তিনি নাস্তিকই হউন, অথবা তাঁহার অস্তিত্বই অস্বীকৃত হউক তাহাতে আমাদের,—ব্রাহ্ম সাধারণের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। খৃষ্টিয়ান জগতের সহিত খৃষ্টের যে সম্বন্ধ, ব্রাহ্মসমাজের সহিত রামমোহন রায়ের সেই সম্বন্ধ নহে। খৃষ্টকে অস্বীকার করিয়া খৃষ্টিয়ান সমাজ তিষ্টিতে পারে না বটে, কিন্তু রামমোহন রায়ের অভাবে ব্রাহ্মসমাজের তেমন কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই তথাপি সত্যের অনুরোধে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

খৃষ্টিয়ান লেখকগণ রামমোহনের গ্রন্থাবলীহইতে তাঁহার মন্তব্য সকল উদ্ধারপূর্ব্বক তাঁহার ভ্রমপূর্ণ অনুবাদ ও বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে খৃষ্টিয়ান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। এমন কি অনেক স্থলেই, একটী বাক্যের অন্তর্গত স্বকীয়মতের বিরোধী কথা সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক,অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহার বিকৃত অর্থ করিতেছেন। এ বিষয়ে আমরা অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। বর্ত্তমান সময়ে রামমোহন রায়ের ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সেইসকল পুস্তক আমূল অধ্যয়ন করিলেই এ বিষয়ে সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইবে।

প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে রামমোহন রায় বৈদান্তিক হিন্দুও ছিলেন না,—ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টিয়ানও ছিলেন না। তিনি যে স্থানে যে সত্য পাইতেন, তাহাই সাগ্রহে গ্রহণ করিতেন,—তাঁহার উদারহৃদয় হিন্দু, খৃষ্টিয়ান বুঝিত না। তিনি হিন্দুর বেদ বেদান্ত হইতে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক যুক্তি সংগ্রহ

করিয়াছিলেন বলিয়া যদি তিনি বৈদান্তিক হিন্দু বলিয়া পরি গণিত হইতে পারেন,—তাহা হইলে তিনি বাইবেল ও কোরাণ হইতেও সত্যগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহাকে খৃষ্টিয়ান এবং মুসলমানও বলিতে হইবে ? আবার অপর পক্ষে তিনি বাইবেলকে মিথ্যাশাস্ত্র বলিয়া ঘৃণা করেন নাই, বরং তাহা হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তাহাকে খৃষ্টিয়ান বলিতে গেলে, "বেদবেদান্ত প্রতিপন্ন করে যাবে, তাঁহারে ভাবহ সাবধানে' এই সকল মতের জন্য তাহাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি যুগপৎ হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান ছিলেন, ঈদৃশ বিসম্বাদী মত কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

খৃষ্টিয়ানগণ বলিয়া থাকেন যে, 'তাহা নহে, তিনি প্রথমতঃ বৈদান্তিকমতাবলম্বী ছিলেন, পরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা তাহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং তিনি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন।" কিন্তু প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে এই কথার অসারত্ব অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। যে সময়ে তাহার হিন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ ইউনিটেরিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়া দেশপ্রচলিত পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিল,— সেই সময়েই তিনি বাইবেল হইতে সংগৃহীত গ্রন্থ সকল সেই প্রেস্ হইতে প্রচারিত করিয়া অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত খৃষ্টিয়ানদিগের ত্রিত্ববাদ, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও তাহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ প্রভৃতি মত বাইবেলের মতবিরুদ্ধ বলিয়া প্রদর্শন করিতেছিলেন। পৌত্তলিক হিন্দু ও ত্রিত্ববাদী

খৃষ্টিয়ানদিগের সহিত বিচার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয় নাই।

রামমোহন রায় কি বাইবেল, কি কোরাণ, কি বেদবেদান্ত কোনও শাস্ত্রকেই অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, অথচ সকল শাস্ত্র হইতেই সত্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি যখন যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, তখনই সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদের ভ্রম প্রদর্শন করিতেন। তিনি শাস্ত্রকেই একমাত্র অবলম্বনীয় মনে করিতেন না,—শাস্ত্রের ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান থাকিয়া অকাট্য যুক্তির বাণ প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি অজস্র বর্ষণ করিতেন। যুক্তি, শাস্ত্র ও সহজ জ্ঞান এই ত্রিবিধ উপায়কেই সত্য ও ধর্ম্মলাভের প্রধান সহায় মনে করিতেন। কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রের প্রতি তিনি নির্ভর করিতেন না,—জগতের সমস্ত শাস্ত্রকেই তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

রামমোহন রায় খৃষ্টকে পরিত্রাতা (Saviour) মধ্যস্থ (Mediator) ও অনুরোধকারী (Intercessor) নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু খৃষ্টিয়ানগণ খৃষ্টের প্রতি যে অর্থে এই সকল শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনি সেই অর্থে প্রয়োগ করেন নাই। খৃষ্ট পরিত্রাণকারী সত্য সমূহের (Saving truths) প্রচার করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই তিনি তাঁহাকে পরিত্রাতা (Saviour) বলিয়াছেন। এই অর্থে কেবল খৃষ্ট কেন? বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতিও পরিত্রাতা পদবাচ্য হইতে পারেন। খৃষ্টের মধ্যবর্ত্তিতা ও ঈশ্বরের নিকটে পাপীর নিমিত্ত তাঁহার অনুরোধ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ মত

পোষণ করিতেন যে, 'সামান্য কোনও লোক অপেক্ষা খৃষ্টের সাধনশীলতা প্রচুর পরিমাণে ছিল—জগদীশ্বরের করুণালাভের জন্য তাঁহার হৃদয় যেমন সর্ব্বদাই উন্মুখ ছিল, অন্যের পক্ষে তদ্রূপ হওয়া কথনও সম্ভবপর নহে। সুতরাং একজন সাধারণ লোকের কল্যাণার্থ ভগবানের নিকটে তাহার প্রার্থনা অপেক্ষা যিশু খৃষ্টের প্রার্থনা যে সমধিক ফলোপধায়িনী হইতে পারে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। এই অর্থে তিনি Mediator বা Intercessor হইতেও বা পারেন বটে কিন্তু পরাৎপর জগদীশ্বর ব্যতীত কোনও মনুষ্যই পাপীর একমাত্র পরিত্রাতা হইতে পারেন না। যিশুখৃষ্টও মানুষ ছিলেন, এবং তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে আরও কিয়ৎকাল বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।' এই অবস্থায় যদি কেহ রামমোহনকে খৃষ্টিয়ান বলিতে ইচ্ছা করেন, বলুন, বোধ হয় তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি হইবে না।

খৃষ্টিয়ানগণ বলিয়া থাকেন যে, রামমোহন রায় খৃষ্টের পুনরুত্থানে (Resurrection) বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ নাই। তিনি খৃষ্টের পুনরুত্থানের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ইহা বিশ্বাস করেন একরূপ কথা কোথাও প্রকাশ করেন নাই। তিনি ইলাজার সশরীরে স্বর্গ গমনের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে, তিনি এই অদ্ভুত ঘটনাও বিশ্বাস করিতেন ?

রামমোহন রায় খৃষ্টের অনৈসর্গিক কার্য্য সমূহ (Miracles) বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু কোন্ ঘটনাটী নৈসর্গিক কোন্টী

নৈসর্গিক নহে, তাহা বুঝিবার অধিকার অদ্যাপি আমাদের জন্মে নাই। আমরা নিসর্গ রাজ্যের নিয়মাবলী অতি অল্পমাত্রই অবগত হইতে পারিয়াছি। বিজ্ঞানশাস্ত্র অদ্যাপি এরূপ অবস্থায় উপনীত হয় নাই, যাহাতে আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, সমুদয় প্রাকৃতিক নিয়মই আমাদের জ্ঞানাগত হইয়াছে। সুতরাং অদ্য যাহা আমাদিগের নিকটে অনৈসর্গিক বলিয়া বোধ হইতেছে, কালক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সহযোগে তাহাও নৈসর্গিক বলিয়া বোধগম্য হইতে পারে। এই নিমিত্তই রামমোহন রায় খৃষ্টের অলৌকিক কার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করেন নাই বটে, কিন্তু এই সকলকে নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়াছেন।

রামমোহন রায় প্রায়শঃই ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মমন্দিরে যাইতেন। ইহাঁদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মতের সহিত তাঁহার স্বকীয় মতের প্রায় অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। যদি তিনি ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টিয়ানই হইতেন, তাহা হইলে কখনই "প্রায় অনেক বিষয়ে" শব্দের প্রয়োগ করিতেন না।

রামমোহনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে লণ্ডনের এসেক্সষ্ট্রীট চ্যাপেলের ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড্‌ বেলস্‌হাম সাহেব বলিয়াছেন যে, "তিনি আপনাকে খৃষ্টিয়ান বলিয়া স্বীকার করেন না।" তাঁহার মৃত্যুকালীন চিকিৎসক এল্‌সিন্‌ সাহেব বলিয়াছেন যে, "তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ঐশিক উৎপত্তি অস্বীকার করেন এবং খৃষ্টকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন।" রামমোহন রায়ের

সমসাময়িক লোকেরাও তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে খৃষ্টিয়ান বলিতে সাহস পান নাই, কিন্তু তাঁহার বহুপরবর্ত্তী লোকেরা তাঁহাকে খৃষ্টিয়ান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, অতি রহস্যের বিষয়ই বটে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের উদারহৃদয়ে কোনও রূপ সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা স্থান পাইত না। তিনি ব্রাহ্মসমাজে উপবিষ্ট হইয়া যেমন ভক্তিপূর্ব্বক বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন, আবার উক্তসমাজের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তেমনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ফিরিঙ্গী বালকদিগকে লইয়া আসিয়া তাহাদের মুখে দাউদের গান শ্রবণ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, তিনি শাস্ত্রনিরপেক্ষ, অথচ সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডিড (Trustdeed) পত্র হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত সুন্দর প্রতিপন্ন হইতে পারে। তিনি তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবেশ করিতে দেন নাই, যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বিরোধ আছে, যে সকল মত দেশকালে আবদ্ধ, এরূপ কোন মতই তাঁহার সমাজের ডিড (Deed) এ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। আমরা ট্রাষ্টডিড পত্রের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন উদারচরিত্র লোকের পক্ষে একখানি বিশেষ শাস্ত্রকে ঈশ্বর প্রেরিত "আপ্তবাক্য" ও ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বর প্রেরিত গুরু ও পবিত্রাতা বলিয়া হৃদয়ে স্বীকার করিয়া প্রকাশ্যে এরূপ অসাম্প্রদায়িক সমাজ সংস্থাপন সম্ভবপর কি

না? তিনি তাঁহার ট্রাষ্টডিডে উপাস্য ও উপাসক সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"For the worship and adoration of the eternal unsearchable and immutable Being who is the Author and Preserver of the universe but not under or by any other name, designation or title, used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever For a place of public meeting of all sorts and descriptions of people, without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober religious and devout manner."

আমরা আদিব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডিড হইতে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতেই রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমতের সার্ব্বভৌমিকত্ব অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে যাহার ধর্ম্মমত ঈদৃশ বিশ্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক, তাহাকে যদি কেহ নিজের ইচ্ছামত সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, করুন, তাহাতে আমাদেরও কোনও আপত্তি হইবে না, সেই স্বর্গগত মহাত্মারও কোনও ক্ষতি হইবে না, কেবল তাঁহাদেরই অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পাইবে। রামমোহন রায় নিজেই বলিয়া গিয়াছেন "আমার মৃত্যুর পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাকে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু আমি কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত নহি।" বাস্তবিক পক্ষেও তিনি

কোনও বিশেষ সম্প্রদায়নিবিষ্ট ছিলেন না,—কোনও ধর্ম্ম বা শাস্ত্রকেই অভ্রান্ত মনে করিতেন না, তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" তাঁহার উপাস্য দেবতা, "সত্যংশাস্ত্রমনশ্বরম্" তাঁহার একমাত্র শাস্ত্র।

রামমোহন রায়ের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ধর্ম্মমতের আলোচনা করিতে করিতে আমরা অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াই আমরা আমাদের লেখনীকে বিশ্রাম প্রদান করিব।

রামমোহন রায়ের মানবহিতৈষণা ও তদর্থে আত্মত্যাগ মানবজাতির ইতিহাসে অতি উপাদেয় পদার্থ। তিনি পরের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—পরের জন্যই জীবন-বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ভারতভূমির দুঃখহরণ ও শুভ-সংসাধনার্থ ধনপ্রাণ সমুদয় উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—"মানব-কুলের হিতসাধনই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা" এই মহার্থ বোধক পারসীক বচনটী তিনি সর্ব্বদা আবৃত্তি করিয়া নিজ চরিত্রে তাঁহার সম্যক্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সহমরণনিবারণ, বহুবিবাহনিবারণের চেষ্টা, ইংরেজীশিক্ষা প্রচলন, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার, স্বদেশীয় দুর্গত লোকদিগের উন্নতি সাধনার্থ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে তুমুলআন্দোলন,—কোন্টি ছাড়িয়া কোন্টির নাম করিব? এ সকলই তাঁহার মানব-হিতৈষণার ফলস্বরূপ। এই সকল কার্য্যের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে তিল তিল করিয়া শোণিত ক্ষয় করিতে হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডে অবস্থানসময়ে, স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলসাধনার্থ যত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা বর্ণনীয় নহে।

সময়ে সময়ে সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে নিদ্রার নিমিত্ত একমুহূর্ত্ত সময়ও হইয়া উঠিত না, অর্থাভাবে খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য ভয়ানক ক্লেশ উপস্থিত হইত। তাঁহার একান্ত সুস্থ ও সবল শরীরও এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না, এই অসহ্য কষ্টভোগে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল, প্রতিবেশীর উন্নতিসাধনার্থ আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। তিনি স্বজাতির জন্য প্রাণগত পরিশ্রম করিয়া, ভারতের জন্য দুঃসহ দরিদ্রতা সহ্য করিতে করিতে বিদেশে প্রাণ হারাইলেন, আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত ও মানবহিতৈষণার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন। হায়! ভারত তাঁহার এই স্বার্থত্যাগের মহত্ত্ব বুঝিবে কি? ভারতবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার আরব্ধকার্য্যসাধনে সচেষ্ট হইবে কি? সমুদয় ভারতবাসী একস্বরে বলিবে কি?—

"ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।"

আমরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যেদিন সমস্ত পৃথিবী ভগবানের অলংঘ্য আদেশে একধর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, নিখিল মানবজাতি একপ্রেম পরিবারের সৃষ্টি করিবে, যেদিন সমস্ত নরনারী প্রাণ ভরিয়া গাইবে:—

"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

ভগবান্ শীঘ্র সেই দিন আনয়ন করুন। আমরা কাতর প্রাণে তাঁহাকে জানাইতেছি ঃ—

"Lord, how delightful 'tis to see
A whole assembly worship thee
At once they sing at once they pray
They hear of heaven and learn the way!

(YWATT)

শান্তিঃ। শান্তিঃ॥
শান্তিঃ॥।